দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
মঙ্গলবার ১৯ চৈত্র ১৪১৯
২ এপ্রিল ২০১৩

অটিজমের প্রধান চ্যালেঞ্জ অসচেতনতা

সায়মা হোসেন, এস.এস.পি.

মাননীয় জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, এসইএআরও'র সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি, সম্মানিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ-শুভ সকাল।

ভারত সরকার ও শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিশেষ করে, আমার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নয়াদিল্লিতে সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অটিস্টিকদের কল্যাণে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে বাস্তবিক অর্থে আপনারা এগিয়ে আছেন।

২০ বছর আগে যখন আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেছিলাম তখন অটিজম বা পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার আক্রান্তের সংখ্যা কম দেখা যেতো। কিন্তু আজকে অটিজম বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি হুমকি। এটা এতো ব্যাপক মাত্রায় পৌঁছেছে যে, অটিজম আক্রান্তদের প্রয়োজনকে বিবেচনায় আনতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। প্রথম প্রস্তাব পাস হয় ২০০৭ সালে, যাতে ২ এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে অনুসমর্থন আসে ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর, যাতে প্রথমবারের মতো অটিস্টিক ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়কে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সেগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া ২০১২ সালে সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজওনাল আফসের (এসইএআরও)মাধ্যমে অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে অটিজমকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ইয়োগজাকার্তায় এর ৬৭তম আঞ্চলিক পর্ষদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অটিজমকে আলাদা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮৮ জন শিশুর মধ্যে একজনের অটিজমের লক্ষণ রয়েছে এবং ছেলেদের মধ্যে প্রতি ৫৪ জনে একজনের এ লক্ষণ আছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২ দশমিক ৬ শতাংশ শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ রয়েছে অর্থাৎ প্রতি ৩৮ জন শিশুর একজনের এ সমস্যা রয়েছে। ২০১২ সালে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে অটিজম আক্রান্তদের চিকিৎসা ও জীবনযাপনের জন্য বছরে ১৩৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় এবং অটিজম আক্রান্ত একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনের জন্য এ ব্যয়ের পরিমাণ ২ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের অঞ্চলে এ সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে জানার জন্য কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। এর ফলে সমাজকে কতোটা মূল্য দিতে হচ্ছে তাও আমাদের জানা নেই। তাই এ সমস্যা আমাদের অঞ্চলেও একই মাত্রায় আছে বলে ধরে নিলে আমরা এটাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করতে পারি। তাছাড়া অটিস্টিকদের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচিগুলো আমাদের বর্তমানের সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত এ অঞ্চলের পরিবারগুলো বিশেষত যারা দরিদ্র তাদের পক্ষে এসব সেবা পাওয়ার আশা ও সুযোগ কোনোটাই নেই। আগে এখানে সংক্রামক রোগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হলেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজের মতো অসংক্রামক ব্যাধিগুলো চিকিৎসার বাইরে থেকে গেছে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে সমাজে অনেক জীবন

NEXT →